RHD ROAD NETWORK

এলাসিন সেতু

শুভ উদ্বোধন

..... ১৪২০ বঙ্গাব্দ
..... ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

পটভূমি

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। তন্মধ্যে দ্রুত ও সহজ যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সড়ক যোগাযোগ মূখ্য ভূমিকা পালন করে। উপরন্ত নদীমাতৃক বাংলাদেশে নিরবিছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেতু একটি অপরিহার্য অঙ্গ, যা একাধিক জনপদের মধ্যে সরাসরি সেতুবন্ধন তৈরী করে।

আরিচা - ঘিওর - দৌলতপুর - নাগরপুর - টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়কের ৩৭ তম কিলোমিটারে দেলদুয়ার উপজেলার এলাসিন নাকক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর নবনির্মিত এলাসিন সেতু টাঙ্গাইল এবং মানিকগঞ্জ জেলাকে সড়ক পথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত করেছে এবং দু' জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিমেয় অবদান রাখবে। সেতুটি নাগরপুর উপজেলার সাথে টাঙ্গাইল জেলা সদরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে চালু ফেরী সার্ভিসের অবসান ঘটাবে। অন্যদিকে সেতু নির্মানের ফলে মানিকগঞ্জ জেলাসদর সহ শিবালয়(আরিচা), ঘিওর, দৌলতপুর উপজেলার সাথেও টাঙ্গাইল জেলা সদরের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হবে। ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল থেকে আরিচা - দৌলতদিয়া হয়ে দক্ষিণবঙ্গে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন সহজ হবে। বস্তুতঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ হতে দক্ষিণবঙ্গে যাওয়ার একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ স্থাপিত হবে।

এলাসিন সেতু নাগরপুরবাসীর ফেরী মাধ্যমে পারাপারের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান করবে। এ সেতু নির্মান সমাপ্তির মাধ্যমে উপজেলাটি এখন থেকে ৩৯ কিলোমিটার দূরবর্তী টাঙ্গাইল জেলা সদরের সাথে সড়ক পথে সরাসরি যুক্ত হল।

এলাসিন সেতু নির্মান সমাপ্তি এলাকার কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নে আগামী দিনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জনসাধারন সহজে ও কম খরচে জেলাসদর সহ রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ সেতুটি বর্তমান সরকারের উন্নয়নের একটি বড় সাফল্য হিসাবে নাগরপুর, দেলদুয়ার ও টাঙ্গাইলবাসীর কাছে স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

এলাসিন সেতু

সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়ক

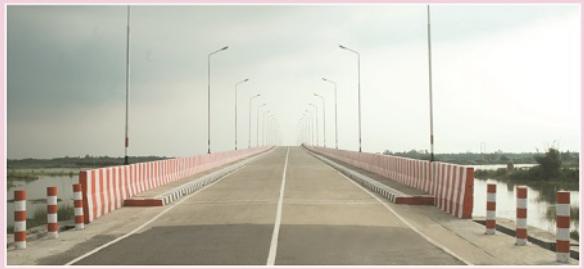

ক্যারেজ ওয়ে

রক্ষাপদ কাজ

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	ঃ	টাঙ্গাইল এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণ
প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	ঃ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৯৪৯৮.৪৫ লক্ষ টাকা
অর্থায়নে	ঃ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	ঃ	
সেতু	ঃ	আব্দুল মোমেন লিমিটেড এবং
এ্যাপ্রোচ সড়ক	ঃ	এসএম ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন লিমিটেড
নদী শাসন	ঃ	পারিশা ট্রেড সিস্টেম লিমিটেড
সেতুর ধরন	ঃ	প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
সেতুর দৈর্ঘ্য	ঃ	৫১৫.১২ মিটার
স্প্যান সংখ্যা	ঃ	১৩
গার্ডার সংখ্যা	ঃ	৬৫
সেতুর প্রস্থ	ঃ	১০.২৫ মিটার
ক্যারেজওয়ের	ঃ	৭.৩০ মিটার
ফুটপাতের প্রস্থ	ঃ	১.২০ মিটার করে উভয় পার্শ্বে
এ্যাপোচ সড়ক	ঃ	টাঙ্গাইল প্রান্ত ৬৪০ মিটার
	ঃ	নাগরপুর প্রান্ত ৬৬০ মিটার
পিয়ারের সংখ্যা	ঃ	১২
এ্যাবাটমেন্ট সংখ্যা	ঃ	২
ফাউন্ডেশনের ধরন	ঃ	কাস্ট-ইন-সিটু আরসিসি পাইল
পাইলের গভীরতা	ঃ	৩০.০০ মিটার হতে ৪৫.০০ মিটার
পাইলের ব্যস	ঃ	০.৭৫ মিটার থেকে ১.৫০ মিটার
ডেক সাবের ধরণ	ঃ	আরসিসি ডেক সাব
গার্ডারের দৈর্ঘ্য	ঃ	৭টি ৩০.৫০ মিটার এবং
	ঃ	৬টি ৪৮.৮০ মিটার
নদী শাসন	ঃ	৩.৪০ কিলোমিটার
প্রকল্পের শুরু	ঃ	অক্টোবর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
প্রকল্পের শেষ	ঃ	জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ